بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০১ আগস্ট, ২০২৫ মোতাবেক ০১ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত রবিবার আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা সমাপ্ত হয়েছে। এই তিনটি দিন ছিল অত্যন্ত বরকতময় এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী দিন। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে এই তিন দিনে তাঁর অগণিত অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন এবং জলসাকে সকল দিক থেকে বরকতময় করেছেন আর জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আবহাওয়াও ভালো ছিল এবং সমস্ত কর্মসূচি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জলসার মূল কার্যক্রম অর্থাৎ বক্তৃতামালা এবং অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি তবলীগী ও তথ্যগত দিক থেকে বিভিন্ন বিভাগ যে-সব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অআহমদীদের ওপর সেগুলোরও বেশ ভালো প্রভাব পড়েছে এবং অধিকাংশ আহমদীর জন্যও নিজেদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে এমটিএ-ও জলসার কার্যক্রমের মধ্যবর্তী বিরতিতে বিভিন্ন তথ্যবহুল অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এবং তথ্য প্রদান করেছে, মানুষজনের ওপর যার খুব ভালো প্রভাব পড়েছে। অন্যান্য দেশে বসে থাকা আহমদীরাও এটি খুব পছন্দ করেছে যে, আমরাও অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে এবার এমটিএ (যেমনটি আমি পূর্বেও জলসার শেষ দিন ঘোষণা করেছিলাম যে,) বিশ্বের প্রায় ছাপ্পান্নটি দেশে একশ উনিশটি কেন্দ্রের সাথে জলসাকে সংযুক্ত করেছে। এই যোগাযোগের মাধ্যমে উভয় দিক থেকে মানুষ একে অপরকে দেখতে পারছিল; আমরা এখান থেকে তাদের দেখতে পারছিলাম এবং তারা সেখান থেকে সরাসরি আমাদের দেখতে পাচ্ছিল। এটি শুধু টিভির সম্প্রচার ছিল না যা তারা শুনছিল, বরং সরাসরি যোগাযোগও ছিল, যার খুবই গভীর ও ভালো প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব শুধু এখানে উপস্থিত লোকেরাই অনুভব করে নি, (এখানকার লোকেরাও এটি খুবই পছন্দ করেছে;) বরং বিভিন্ন দেশে বসে জলসা শ্রবণকারীদের আবেগ ও অনুভূতিও এটিই ছিল যে, তারা যেন জলসার তাঁবুতে বসেই জলসা শুনছে, অথচ তারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে জলসা শোনার সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তারা নিজেদেরকে সেখানেই উপস্থিত মনে করছিল। সুতরাং এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের মাঝে একটি অত্যন্ত বড়ো অনুগ্রহ যা তিনি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি করেছেন যে, এসব নিত্যনুতন আবিষ্কারের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের আহমদীদের একত্রিত করে দিয়েছেন। উম্মতে ওয়াহেদা তথা এক উম্মত হবার এমন দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। অধিকাংশ লোক এই কথাই বলেছে যে, এবার সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনাও গত বছরগুলোর তুলনায় অনেক ভালো ছিল এবং অনেকে এর বহিঃপ্রকাশও করেছে। এখানে অংশগ্রহণকারীরাও এবং টিভিতে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান উপভোগকারীরাও একথাই বলেছে। একটি বিশেষ পরিবেশ ছিল আর এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ অনুগ্রহ, যা সবাই বিশেষভাবে অনুভব করছিল যে, জলসায় আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হও; আর যখন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তখন আমি তোমাদের আরো বেশি নিজ অনুগ্রহে ভূষিত করব এবং আরো

বেশি অনুগ্রহ তোমাদের ওপর বর্ষণ করব। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (সূরা ইবরাহীমঃ ০৮) অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশি দান করব।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের আরো বেশি উত্তরাধিকারী হবার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজের সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (সূরা বাকারাঃ ১৫৯) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ। যখন আল্লাহ্ তা'লার জন্য শুকর বা কৃতজ্ঞতা শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তা গুণগ্রাহিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা কৃতজ্ঞদের মূল্যায়ন করেন এবং এই গুণের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের আরো দানে ভূষিত করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা হলেন মালিক, তিনি বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তো করবেন না, বরং সেটির মূল্যায়ন করাই সেই কৃতজ্ঞতার মূল্যায়ন করা যা বান্দারা করছে। সুতরাং তিনি জ্ঞানও রাখেন এবং তিনি জানেন, কে প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ। যদি কৃতজ্ঞতা প্রকৃত হয় তবে তিনি আরো দানে ভূষিত করতে থাকবেন। এটি শুধু কথার কথা হওয়া উচিত নয়, বরং কৃতজ্ঞতার একটি প্রেরণা থাকা উচিত। আর এই প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে জামা'তে অনেক সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তা অনবরত বৃদ্ধি করতে থাকুন।

এখানে এই বিষয়টিও সকল অংশগ্রহণকারীর মনে রাখা উচিত, একদিকে যেমন তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন, সেইসাথে কর্মীদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। এই বিষয়ের কৃতজ্ঞতা করবেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের কাজে সুবিধা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অসুবিধা দূর করেছেন, তাদের প্রতিটি কাজে উন্নতি সৃষ্টি করার এবং তাদের যথাসম্ভব অধিক লোকের সেবা করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর এভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরো অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ এবং উন্নত উপকরণ হস্তগত হয়েছে।

এ বছর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে, যেমনটি আমি জলসার শেষ দিন বলেছিলাম যে, ৪৬ হাজারের অধিক উপস্থিতি ছিল; বরং লাজনার পরের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাদের গণনা সঠিকভাবে হিসাব করা হয় নি; তারা পরে তাদের গণনার যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করলে পুরুষ ও মহিলাদের একত্র করলে মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায়, কারণ তারা বলছে যে, আমরা পঁচিশ হাজার ছিলাম। সুতরাং এই পঞ্চাশ হাজার অংশগ্রহণকারীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের মাধ্যমে তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন। তাদের পরিবহনের ব্যাপারে কষ্ট হয় নি, খাবারের ব্যাপারে কষ্ট হয় নি আর জলসার অনুষ্ঠান শোনার ব্যাপারে কোনো কষ্ট হয় নি এবং তাদের অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ হতে থেকেছে। আবাসনেরও বেশ উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। যে-সব অতিথি জামা'তী আবাসনে থেকেছে তাদের জন্যও উন্নত ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত কাজ যা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে হয়েছে– এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ। এসবের কারণে একদিকে যেমন কর্মীরা কৃতজ্ঞ হবে, অর্থাৎ তারাও এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই সৌভাগ্য দিয়েছেন আর আমাদের কাজের উন্নত ফলাফল দান করেছেন, সেইসাথে অংশগ্রহণকারীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য কীভাবে উপকরণ সরবরাহ করেছেন যে, অসংখ্য লোক, যারা বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন শিক্ষাগত মানের অধিকারী ছিল– সবাই রাত দিন এক করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। বিভিন্ন বিভাগে, যেমনটি আমি

বলেছি, পুরুষদের জলসাগাহেও এবং মহিলাদের জলসাগাহেও কর্মীদের মধ্যে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, মহিলা-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত; সবাই নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার তওফীক লাভ করেছে এবং এই সমস্ত লোকেরা অংশগ্রহণকারীদেরও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।

অনুরূপভাবে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম এসেছিলেন। তারা জলসার আগেও জলসার কাজে সহায়তা করেছেন, জলসা চলাকালীন এবং পরেও গোটানোর কাজে সহায়তা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছিল, কিন্তু তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো নি। তখন বান্দা বলবে, হে আল্লাহ্! অনুগ্রহ তো তুমি আমার প্রতি করেছিলে, আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, না, আমি সেই বান্দার মাধ্যমে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তোমার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তাই সেই বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আবশ্যক।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর বান্দাদের সেসব কাজের এতটাই মর্যাদা দেন যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় যে, তিনি বলেন, তাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমাদের কাছেও এটাই চান যে, আমরাও যেন আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই, যেন এরপর এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সম্পূর্ণভাবে কৃতজ্ঞতার পরিবেশ হবে, যেখানে সবদিক থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। আর এই বিষয়টি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, এরা সবাই অর্থাৎ কর্মীরা সবাই কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। অন্যদের ওপরেও এর অনেক প্রভাব রয়েছে; তাদের উৎসাহ দেখে তাদের ওপরেও প্রভাব পড়ে। তারা বিস্মিত হয় যে, কীভাবে শিশুরাও দায়িত্ব পালন করছে, পানি পান করাচ্ছে, রুটি তৈরি, আতিথেয়তা এবং বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতার কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কত-না আনন্দের সাথে কাজ করছে!

আমার কাছে যেসব অভিব্যক্তি এসেছে, তার মাঝে একটি-দুটি নয়, বরং এখানে আগত অতিথিদের এমন অনেক অভিব্যক্তি রয়েছে যে, (তারা বলে,) আমরা বিভিন্ন কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কী কাজ করেন? তাদের কাজ দেখে আমাদের ধারণা ছিল, তারা হয়ত কোনো শ্রমিক ইত্যাদি হবেন। কিন্তু কেউ জানালেন, আমি একটি ফার্মে একজন কর্মকর্তা; কেউ বলেন, আমি শিক্ষকতা করি, কেউ বলেছেন, আমি পিএইচডির ছাত্র, কেউ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে রেখেছেন। সুতরাং এরূপ প্রেরণা লালনকারী লোকেরা রয়েছেন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের উপস্থাপন করেন।

সুতরাং এই বিষয়টি এই দাবি করে যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন এই লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়; আর কর্মীদেরও এই বিষয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, যদিও সারা বছর তাদের তবলীগ বা জামা'তের বার্তা পৌঁছানোর সুযোগ সেভাবে লাভ হয় না যেমনটি হওয়া উচিত; কিন্তু এখানে জলসায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়; এখানে অমুসলিমরাও আসে, বিভিন্ন দেশ থেকে এমন লোকেরা আসে যাদের জামা'তের সাথে প্রাথমিক পরিচয় থাকে এবং তারা এটা দেখতে আসে যে, সত্যিই কি এই লোকেরা তেমনই– যেমনটি তারা দাবি করে থাকে? আর যখন তারা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত এই কর্মীদের এভাবে কাজ করতে দেখে যাদের প্রত্যেকে সাধারণ শ্রমিকদের মতো কর্মরত থাকে, তখন তাদেরকে দেখে এদের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। এটি এক নীরব তবলীগ যার বহিঃপ্রকাশও তারা করে থাকে।

এই বহিঃপ্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ আমি উপস্থাপন করব; কারণ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, অসংখ্য লোক আমার কাছে তাদের মতামত পাঠাচ্ছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলেন। একদিকে যেমন তারা জলসার বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনিভাবে আমাদের কর্মীদের কাজ এবং শিশুদের আচরণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সুতরাং এটি নীরব তবলীগ এবং ইসলামের প্রকৃত বার্তা যা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

একইভাবে যারা নতুন আগমনকারী, অর্থাৎ জামা'তে যোগদানকারী বা যারা প্রথমবার এখানে আসেন, তাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তারা দেখেন যে, কীরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের আতিথেয়তা করা হচ্ছে, কীভাবে এখানকার লোকেরা তাদের সাথে ব্যবহার করছে।

সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর জন্য আমাদের সবার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, কিছু অভিব্যক্তি উপস্থাপন করছি।

রোড্রিগ আইল্যান্ড পুলিশ ফোর্সের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিস্টার মানুজ লোচান সাহেব এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি পুলিশ কমিশনার এবং ডিভিশনাল কমান্ডার হিসেবে অনেক সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু জলসার দিনগুলোতে আমি যা দেখেছি সেটি সত্যিই একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয় ছিল। তা ছিল ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার এক অমূল্য শিক্ষা। দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল। প্রত্যেকে অতুলনীয় আত্মনিবেদনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেবা করেছে। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে দেখেছি, তার হাতে ক্ষত ছিল, ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল, কিন্তু হাসিমুখে অন্যদের সেবা করছিল। তিনি বলেন, আমি চিকিৎসক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পেশার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। সবাই বিনয় ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে সেবামূলক কাজ করছিলেন। যে ড্রাইভার আমাদেরকে জলসা সালানায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যখন তার কাছে তার পেশা জানতে চাইলাম তখন তিনি বললেন, তিনি বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছেন। আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে। নিজ সংগঠনের লক্ষ্যের জন্য এমন ভালোবাসা ও বিনয় আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নি। তিনি আরো বলেন, অনুষ্ঠান খুব ভালো ছিল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল। প্রতিটি বিষয় আমার ওপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। আমি আমার দেশে ফেরত যাচ্ছি, কিন্তু আমার কাছে আমার সঙ্গী পুলিশ কর্মকর্তা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেক কিছু রয়েছে, যে-সব স্মৃতি আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

বেলজিয়ামের একজন অতিথি হ্যান্স তুর সাহেব যিনি মানবাধিকার সংস্থা এইচআরডব্লিউএফ-এর প্রতিনিধি, তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, একটি অসাধারণ সমাবেশের অংশ হওয়াটা আমার জন্য সত্যিই আনন্দের ছিল। এটি শুধুমাত্র একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতাই ছিল না, বরং আপনাদের আন্তরিকতা ও উষ্ণ আতিথেয়তার কারণে এটি গভীর প্রভাব বিস্তারকারী অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল। এত বিরাট পরিসরে একটি সমাবেশ আয়োজন, যেখানে কয়েকদিন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে– নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ সফলতা। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি, কীভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েক মাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে। দায়িত্ব বণ্টন করা হয় এবং সদস্যদেরকে সুস্পষ্ট পন্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমার কাছে শুধু ব্যবস্থাপনার দক্ষতাই নয়, বরং এর পেছনে কার্যকর চারিত্রিক ভিত্তিও প্রভাবিত করার মতো মনে হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারীরা শুধু নিয়মকানুন স্পষ্ট করত না, বরং আল্লাহ্র ও মানুষের সেবা, বিনয় এবং সকল অতিথিকে সম্মান করার মতো মূল্যবোধগুলোকে উজ্জীবিত করত। এই মূল্যবোধ

প্রতিটি দায়িত্বের মাঝে দৃশ্যমান ছিল। কার পার্কিংয়ে নির্দেশনা প্রদানকারী, টয়লেট পরিষ্কারে নিয়োজিত কর্মী, খাবার পরিবেশনকারী, রেজিস্ট্রেশন কর্মী, নিরাপত্তার দায়িত্বে ব্যাগ তল্লাশিতে নিয়োজিত কর্মী– মোটকথা প্রত্যেক কর্মী নিজেদের দায়িত্বকে মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে পালন করেছে। একজন অআহমদী অতিথি হিসেবে আমি খুবই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা দেখেছি এবং কোনো বড়ো সমস্যার বা সংঘর্ষের মুখোমুখি হই নি বা শুনি নি। এটি থেকে প্রতীয়মান হয়, আপনার জামা'ত শান্তি ও অহিংসার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছে। এরপর তিনি বলেন, আপনার জামা'তের শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলসার মাঝে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং এই পদক্ষেপ ব্যক্তিগত উন্নতি ও জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতিচ্ছবি। জলসার সময় আমি বার বার প্রকৃত সহানুভূতির দৃশ্য দেখেছি। পিতা-মাতার নিজ সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি, গ্রুপ লিডারদের নিজ নিজ টিমের দেখাশোনা, স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা, অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও অতিথিদের জিজ্ঞেস করা যে, আপনাদের কী সেবা করতে পারি; সাধারণভাবেও লোকদের নিজেদের দায়িত্বের চেয়ে বেশি সেবা করতে দেখা গেছে। এরপর বলেন, এই সবকিছু দেখে এমন সুন্দর বিস্ময়ে অভিভূত হলাম যে, আপনার জামা'ত আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ও মেধাগত উৎকর্ষের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। আমি আনন্দিত যে, আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা আজও মানুষের সাথে বাক্যালাপ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই গুণ পরিত্যাগ করেন নি, বরং সৎ নেতৃত্ব এবং ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রাজিলের প্রাদেশিক সংসদের সদস্য ইউরা মোরা বলেন, জলসায় ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। নামায আদায়ের দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল, অনুরূপভাবে যে-সকল নযম পাঠ করা হয়েছে তা হৃদয়স্পর্শী ছিল। এটি আমার জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল আর আতিথেয়তার বিষয়ে যুগ-খলীফা প্রদত্ত বক্তব্য আমার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়া আমি এতেও অবাক হয়েছিলাম যে, এটি অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ছিল আর এখানে ছেচল্লিশ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। আমি স্বচক্ষে ছোটো ছোটো শিশুদের দেখেছি যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে পানি পান করিয়ে মানুষের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সৃষ্টির সেবা ও আত্মত্যাগের এই স্পৃহা প্রশিক্ষিত হৃদয়েই থাকতে পারে। এর পাশাপশি তিনি আরো প্রভাবিত হন যে, আহমদীরা প্রকৃত অর্থেই প্রেমময়, ভদ্র এবং আন্তরিক মানুষ আর এটি এমন একটি জামা'ত যা মানুষ, জাতি এবং ধর্মের মাঝে দূরত্ব তৈরি করার পরিবর্তে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে হৃদয়গুলোকে যুক্ত করা শেখায়। আর এটি পুরোপুরি সত্য যে, আহমদীয়া জামা'ত যে শিক্ষার প্রচার করে (তারা) তা পালনকারীও বটে যা পৃথিবীর জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তিনি আরো বলেন, এই বিষয়গুলো দেখে আমার হৃদয়ও অনেক শক্তিশালী হয়েছে আর মানবতার জন্য আমার চিন্তাচেতনা আরো উন্নত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার ধর্মবিশ্বাস আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পৃথক হতে পারে, কিন্তু এই ধর্ম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে পৃথক করে না বরং ঐক্যবদ্ধ করে। আমি দোয়া করি, আপনারা সর্বদা এই জ্যোতির আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন, ব্রাজিল এবং পুরো পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকুক। আমি লোকদেরকে, বিশেষ করে ব্রাজিলের জনসাধারণকে বলতে চাই, তারা এসে যেন আহমদীয়া জামা'তকে দেখে যায় যে, বিশ্বজুড়ে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, তাত্ত্বিক এবং মানবতার সেবার ক্ষেত্রে আহমদীরা কীভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করছে।

চিলির রস্টিও কার্টিস সাহেবা ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অধ্যাপিকা। তিনি আন্তঃধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ বছর জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার মতো এমন একটি আয়োজন যেখানে এতটা গভীরভাবে সুনিপুণতার সাথে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, এটি অতুলনীয় একটি অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, (জলসার) প্রথম দিন তিনি যতটা সম্ভব কম পানাহার করার চেষ্টা করেছেন যেন ওয়াশরুমে যাবার প্রয়োজন অনুভূত না হয়। তিনি ধারণা করেছিলেন, এত বড়ো সমাবেশের কারণে যেমনটি জাগতিক মেলাসমূহে হয়ে থাকে, নোংরা হয়ে থাকে, (জলসার) ওয়াশরুম ইত্যাদিও নোংরাই হবে এবং ব্যবহারের উপযোগী হবে না, সমস্যা হবে; এই জলসাতেও সেই একই অবস্থা হবে। যাহোক, তিনি যখন (ওয়াশরুমের) প্রয়োজন অনুভব করলেন; তিনি বলেন, তিনি এটি দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি পরবর্তীতে তার সাথে আমাদের যে প্রতিনিধি ছিলেন তাকে বলেন, আপনাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মান অতুলনীয় আর ওয়াশরুমগুলো দেখে মনে হয় যেন সেগুলো কেউ ব্যবহারই করে নি। কতিপয় ব্যক্তি অবশ্য অভিযোগ করেছে যে, গোসলখানা নোংরা ছিল; কিন্তু আমাদের আহমদী লোকেরাই এই অভিযোগ করেছে। যদিও আমি আহমদীদেরকে কয়েকবার বলেছি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে আপনারা নিজেরা সহযোগিতা করুন আর নিজেরা ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়ে আসুন। প্রত্যেক আহমদী যদি এদিকে মনোযোগী হয় তবে এই মান আরো উন্নত হতে পারে। একইভাবে তিনি জামা'তের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যের উল্লেখ করে বলেন, আমরা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আগত অআহমদী অতিথিরাও আপনাদের রঙে রঙিন হয়ে গেছি। আপনাদের জলসার পরিবেশের প্রভাবে আমাদের হৃদয়েও এই স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। জলসার পূর্বে আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত ছিলাম না, আর এখন জলসার কল্যাণে এরূপ অনুভূতি জন্মেছে যে, আমরা সবাই একই পরিবারভুক্ত।

বেনিন থেকে একজন নারী অতিথি এসেছিলেন যার নাম চাবি আ'লাম তারো সাহেবা, যিনি সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন আর বর্তমানে জাতীয় সংসদে সভাপতির পলিটিক্যাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এটিই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এই আধ্যাত্মিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অত্যন্ত সুচারুরূপে আয়োজন করেছে। আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, স্বাগত জানানো হয়েছে। খুবই ভালো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল, সকল টিমই স্ব স্ব দায়িত্বাবলি সুন্দরভাবে পালন করেছে। আর যুগ-খলীফার বাণীসমূহ এই অনুষ্ঠানকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং আমি অনেক কিছু এখান থেকে শিখে যাচ্ছি। এখানকার জলসা সালানা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধেরও এক প্রতীক; এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ভাই-বোনদের সমাগম ঘটে এবং আল্লাহ্ তা'লা ও পবিত্র কুরআন প্রদত্ত অভিন্ন শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি আরো বলেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং জাতীয় সংসদের সভাপতি ও বেনিনের জনসাধারণের পক্ষ থেকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে এরূপ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং আমার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেছে ও আমার সাথে উত্তম আচরণ করেছে।

একজন আর্জেন্টাইন অতিথি গাস্টন ওকামপো, যিনি বর্তমানে পর্তুগালে অবস্থান করছেন, আইপিডিএএল নামক একটি প্রসিদ্ধ থিঙ্ক ট্যাংক-এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি ক্যাথলিক, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতিও আগ্রহ রাখেন। তিনি বলেন,

জলসার সময়ে আমার আপনার জামা'তের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখার সুযোগ হয়েছে যেগুলোর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে– আপনাদের যুবকরাও নিজেদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ ধর্মীয় শিক্ষার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, আমাদের সমাজের অধিকাংশ হলো নামসর্বস্ব খ্রিষ্টান, যারা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার ওপর আমল করে না। অনুরূপভাবে আমাদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ বয়স্ক শ্রেণীর হয়ে থাকে; অথচ আপনাদের জলসায় কেবল অংশগ্রহণকারী নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলিও যুবকদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, একদিকে তো এটি দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু অপরদিকে একজন ক্যাথলিক হিসেবে লজ্জাও বোধ করেছি যে, আমাদের মধ্যে সেই উন্নত নিয়মশৃঙ্খলা নেই যা আপনাদের মধ্যে রয়েছে। আর এরা তাদের খলীফার প্রতি যে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে এবং তাঁর সাথে যে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে, তা-ও অনুকরণীয়।

ইতালি থেকে আগত একজন অতিথি জর্জিয়া জ্যাকুইলে সাহেবা, যিনি ইতালিতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সরকারি প্রেসিডেন্সি ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম, এটি কেবল একটি ধর্মীয় সম্মেলন হবে, কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। প্রকৃত অর্থেই জলসা সালানা এক আবেগের নাম যা হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এমন অনুভূত হয় যেন এমন এক পৃথিবীতে প্রবেশ করেছি যেখানে ঈমান, ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মিকতা এক-অভিন্ন এবং সবাই পরস্পর গেঁথে আছে। আল্লাহ্ ও মানুষের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের ন্যায় একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মানুষের একত্রিত হওয়া– আমার জন্য অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী অভিজ্ঞতা ছিল। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা। আর এটিও যে, সবকিছুই স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছিল, যাদের মধ্যে শিশু, যুবক, পুরুষ, নারী সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সবাই অত্যন্ত উদার ও শিষ্টাচারপূর্ণ ছিল। এ সবকিছুই আহমদীয়া জামা'তের প্রকৃত বার্তা– শান্তি, সেবা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি আরো বলেন, একটি বিষয় যার চিত্র সর্বদা আমার হৃদয়ে স্থায়ী থাকবে তা হলো দোয়ার মুহূর্ত– যাতে আমি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছি। সেই নীরবতা ছিল গভীর অর্থবোধক এবং নিবিড় সম্পর্কপূর্ণ অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, আমার জন্য জলসা সালানা কেবল একটি অনুষ্ঠান ছিল না, বরং এটি ছিল আত্মপর্যালোচনা এবং অন্যদের প্রতি আচরণের বিষয়ে চিন্তার খোরাক। অতএব অন্যদের ওপরও জলসার এমন প্রভাব পড়ে থাকে।

কেপ ভার্দে আইল্যান্ড-এর রাজধানী প্রাইয়ার ভাইস মেয়র ফার্নান্দো পিন্টো সাহেব জলসায় আগমন করেন। তিনি বলেন, জলসা সম্পর্কে আমি আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার বয়স ৬৫ বছর, আর আমি পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু জলসার ন্যায় এত বড়ো এবং সুশৃঙ্খল সম্মেলনে আমি ইতিপূর্বে অংশগ্রহণ করি নি, যেখানে ছেচল্লিশ হাজারের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করছিল এবং সবাইকে এক পরিবারের অংশ মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রয়োজন। আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, জামা'তে আহমদীয়ার বার্তা যেন আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে এবং আমাদের নেতাদের কাছেও যেন এই বার্তা পৌঁছায় আর আমাদের দেশেও যেন আহমদীয়া জামা'তের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সবগুলো বক্তৃতা শুনেছি যা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে আর এই বার্তা

পৃথিবীর সকল নেতাদের শ্রবণ করা উচিত যেন তারাও নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে।

বেলিজ থেকে আগত একজন নতুন বয়াতকারী আহমদী ইথান মারিয়ানুস সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে এবং যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, আমি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুগ-খলীফার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব আর আমি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রাখি। এরপর তিনি বলেন, পশ্চিমা সমাজ আমাদেরকে এটি শেখায় যে, কেউ যদি তোমার কোনো উপকার করে তাহলে তাকে করতে দাও। কিন্তু এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি এই চেষ্টায় রত যেন বেশি বেশি সেবা করতে পারে আর এভাবে বেশি কল্যাণ লাভ করা যায়। প্রত্যেকেই তার নিজ সামর্থ্যের বেশি সেবাদান করে থাকে। এটি দেখে খুবই আনন্দিত হলাম যে, এখানে বয়স বা বংশের কথা বিবেচনা করা হয় না। সবাই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং সেবা করতে চায়। মানুষের সাথে কথা বলে এ বিষয়টি (আমার জন্য) স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে লোকেরা সৃষ্টির সেবাকে তাদের পেশার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা নিজেদের চাকুরি ছেড়ে এই কল্যাণ অর্জন করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকে। তিনি বলেন, জলসার পর আমার জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে– তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন না করা থেকে খলীফার প্রতি নিজ হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করার যে যাত্রা– তা সত্যিই বর্ণনা করার যোগ্য। পূর্বে আমি খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করি নি, কিন্তু এখন খিলাফতের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা রয়েছে। তিনি বলেন, বেলিজে তো কিছু মানুষ একত্রিত হলেই ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে যায়, কিন্তু এখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ– যা আমাদের শহরের জনসংখ্যার প্রায় সমান, তা সত্ত্বেও এখানে পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করছিল। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনা খুবই সুশৃঙ্খল এবং প্রতিটি ব্যবস্থাপনাই অনেক সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাচ্চাদের পানি পরিবেশন, যুবকদের গাড়ি পার্কিংয়ের কাজে গাড়িগুলোকে সারিবদ্ধভাবে রাখা এবং খাবার বিতরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সকলেই খুবই মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে করছিল। এই সব কিছু দেখা অনেক প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। উচ্চপদস্থ বা অনেক ভালো পেশায় কর্মরত ব্যক্তিরাও বিনা অহংকারে সেবায় নিয়োজিত ছিল, শুধু এই জন্য যে, তারা সেবা করতে চায় এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। তিনি আরো বলেন, আমি যুবকদের সাথে কথা বলে বুঝেছি– তারা শিক্ষার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে।

চেক প্রজাতন্ত্র থেকে একজন সিনিয়র প্রফেসর পিটার পেলিক্যান সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রে ইসলামিক স্টাডিজ ও ফিকাহশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ বা স্কলার। তিনি সরকারি বিভিন্ন পদে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে অনেক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। আর তিনি মূলত একজন সুন্নি মুসলিম।

তিনি বলেন, এ বছর এটি আমার দ্বিতীয় জলসা ছিল; এর পূর্বে জার্মানির জলসায় গিয়েছিলাম। এখানেও সেই উন্নত মান আমি লক্ষ্য করেছি যা পূর্বে (জার্মানিতে) দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে বাড়তি একটি আকর্ষণ ছিল, তা হচ্ছে যুগ-ইমামের উপস্থিতি আর আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়েছে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে আমি আরো অনেক জমায়েত ও প্রদর্শনী দেখেছি, কিন্তু এমন ঐক্য, ভালোবাসা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রথমবার দেখলাম। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে হাসি এবং সেবার প্রেরণা পরিলক্ষিত হচ্ছিল– যা আহমদীয়া জামা'তের উন্নত প্রশিক্ষণের পরিচায়ক। তিনি বলেন, প্রথম যে বক্তৃতা ছিল যুগ-ইমামের, তা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যথার্থতার সাথে কথাগুলো বলেছেন এবং অতিথিদের সম্পর্কে বলেছেন যে, কীভাবে তাদের দেখাশোনা করতে

হবে; তাদের হৃদয় আয়না সদৃশ হয়ে থাকে তাই উত্তমভাবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে। আর কর্মীরা এদিকে মনোযোগও দিয়েছেন এবং বাস্তবিক অর্থেই দেখাশোনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থাও খুবই উন্নতমানের ছিল এবং সর্বত্র অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে। অবাক করার বিষয় হলো, কোনো প্রকার বাধাবিপত্তি ছাড়াই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছিল। তিনি বলেন, আমার মতে অন্যদেরও এখানে অবশ্যই আসা উচিত যেন তারাও নিজের চোখে এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ দেখতে পারে আর অনুভব করতে পারে যে, কীভাবে ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি এখানকার পরিবেশকে সুরভিত করছে। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও অর্জন করা উচিত। তিনি বলেন, এই অভিজ্ঞতা আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই সম্মেলন আমার হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে আরো গভীরতা এবং ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। যদিও আমি একজন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু কখনও আহমদী ভাইদের ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত মনে করি নি। এখানে বিভিন্ন ভাষায় আহমদী আলেম এবং আহমদী ভাইদের সাথে সামনাসামনি বসে আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছে, যারা আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে জামা'তের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত করেছেন। এটি আমার জন্য শুধুমাত্র একজন মুসলমান হিসাবে নয় বরং চেক প্রজাতন্ত্রের একজন প্রফেসর হিসেবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবীদের সাথেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে, যাদের মধ্যে বয়স্কও ছিল, যুবকও ছিল। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, কেন এই সেবা করে যাচ্ছেন? প্রত্যেকের উত্তরই প্রায় একই ছিল যে, আমরা এই সেবা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সংশোধনের জন্য করছি। একজন খাদেম বলেন, তিনি গত পনেরো বছর যাবৎ এই বিভাগে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন আর যখন তিনি তিফল ছিলেন, তখন থেকে প্রতি বছর জলসার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে আসছেন। এই সকল সেবা তারা জাগতিক কোনো প্রতিদান বা উপহার ছাড়াই করে থাকেন। আমার মতে, এটি সেই উত্তম আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা খিলাফত তাদের হৃদয়ে দৃঢ় করে দিয়েছে আর এ কারণেই প্রত্যেক কর্মী আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার স্পৃহা নিয়ে উন্মাদের মতো সেবা করে যাচ্ছে। আমার হৃদয়ে এই নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সীমাহীন সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে যারা সর্বদা, সর্বাবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি বলেন, একজন প্রফেসর হিসেবে এটিও আমার জন্য আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর বিষয় ছিল যে, জামা'তে আহমদীয়া শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। বুক স্টলে কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছি, বিভিন্ন বই গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। এগুলোর বিষয়বস্তু খুবই উন্নতমানের এবং জ্ঞানের পরিধিও অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। এটি একটি আশ্চর্যজনক ও চিত্তাকর্ষক জ্ঞানমূলক সেবা। একইভাবে তিনি আরো অনেক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে নতুন বয়আতকারী সদস্যা আমিনা মালা সিঙ্গা বলেন, জলসা চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিষয় ছিল সদস্যদের নীতিনৈতিকতা এবং তাদের অতিথি আপ্যায়ন। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন আর আপনার বসার জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যারা পূর্বে বসে ছিলেন তারা তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। একটি অদ্ভুত প্রশান্তি ও স্বাধীনতার অনুভূতি ছিল। একটি আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ পরিবেশ ছিল যা বর্ণনাতীত। আর সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারী মুহূর্ত ছিল তখন– যখন আমি যুগ-খলীফাকে দেখেছি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর অবলীলায় আমার চোখ থেকে

অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করে। [শুরু থেকেই খিলাফতের সাথে এই সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ– এই সবকিছু খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে এটি সৃষ্টি হতে পারে না।]

বুলগেরিয়া থেকে আগত একজন নতুন বয়আতকারী মহিলা ইভিলিনা সাহেবা। তিনি বলেন, আমার ঘরে আমি একাই আহমদী। আমি আহমদীয়াতের বিষয়ে অনেক গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং তিন বছর গবেষণার পর আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। ইউকে জলসায় এটি আমার প্রথম অংশগ্রহণ ছিল আর এটি নিঃসন্দেহে একটি আধ্যাত্মিক জলসা ছিল। যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, ইউকে জলসায় আমি নিজে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করব– যা এখানকার সবচেয়ে বড়ো জলসা, কেননা খলীফাতুল মসীহ্ এখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং ভাষণও প্রদান করে থাকেন। তিনি আরো বলেন, এই বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে আমি এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করেছি এবং এতে অংশ নেবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। খোদাপ্রেমিকদের মাঝে অবস্থান করে খোদা তা'লার সাথে আমার সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় হয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণা, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নত মান যা প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়েছে– তা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেই সমস্ত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা এই অসাধারণ জলসাকে অনুষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমার অনেক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমি অনেক প্রভাবিতও হয়েছি যে, কত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অতিথিদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই বরকতপূর্ণ জলসা শেষ করে আমি এমন ঈমান নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবো যা পূর্বের তুলনায় দৃঢ়, এবং এমন জ্ঞান নিয়ে ফিরব যা সর্বাধিক সঠিক, আর এমন বিশ্বাস নিয়ে ফিরব যা আমার প্রকৃত ইসলামের সাথে সম্পর্ক সাব্যস্ত করবে। আমার জন্য সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় সেটি ছিল, যখন খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছিলেন, যাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন। যদিও আমি এর পূর্বে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছি, কিন্তু যুগ-খলীফার শব্দগুলো আমাকে নতুন দৃষ্টি দিয়েছে, নতুন দৃষ্টিকোণ দেখিয়েছে– যা পূর্বে আমার কাছে প্রতিভাত হয় নি। তিনি বলছেন, এই ভাষণ সেই সমস্ত আপত্তি এবং সন্দেহের উত্তরে পরিপূর্ণ ছিল যা কতিপয় বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে খাতামান নবীঈনের পরে কারো আসা সম্পর্কে করা হয়ে থাকে। এই বক্তৃতা আমার বোধবুদ্ধিকে বিস্তৃত ও জ্ঞানকে গভীর করার ক্ষেত্রে এবং আমার অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আরো একটি বক্তৃতা যা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তা হলো, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হবার প্রমাণ সংক্রান্ত। বর্তমান যুগের জঘন্য আপত্তিসমূহ কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণসহ খণ্ডন করা হয়েছে– সেটি শুনে শুধু আমার হৃদয়ই প্রশান্ত হয় নি, বরং একটি নতুন আত্মবিশ্বাসও অর্জিত হয়েছে যে, যখনই কোনো সভায় কুরআনের সত্যতার ওপর আক্রমণ করা হবে, তখন আমিও এই সমস্ত আপত্তিকে প্রতিহত করতে পারব। আর এগুলো হলো নতুন অভিজ্ঞতা যা এই সমস্ত লোকদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ব্রাজিলের এক অতিথি ইগোর লুকাস নামের একজন সাংবাদিক, আর তিনি প্রাদেশিক সংসদের একজন সেক্রেটারিও বটে। তিনি বলেন, জলসার অনুষ্ঠানগুলোতে সময়ের অনুবর্তিতা খুবই প্রশংসনীয় ছিল; এ এক বিরাট গুণের বিষয়। আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের অতিথি আপ্যায়ন এবং হৃদয়ের আন্তরিকতা সত্যিই গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। খাবার খাওয়া থেকে বাথরুম ব্যবহার করা পর্যন্ত, আসা-যাওয়া থেকে শুরু করে জলসাগাহে

প্রবেশ ও বহির্গমন পথে অতিথিদের সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই পরিবেশ মানুষকে ঐক্য এবং নিঃস্বার্থ হবার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরপর তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টিও আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা হচ্ছিল যেন কোনোভাবে খাবার অপচয় না হয়, কিন্তু (একই সাথে) পরম উদারচিত্তে প্রত্যেকের কাছে খাবার পৌঁছানোও হয়।

ইন্দোনেশিয়ার একজন অতিথি গোমার গালতুম সাহেব, তিনি একজন পাদরি। তিনি 'কমিউনিয়ন অফ চার্চেস ইন ইন্দোনেশিয়া'-র চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলাম। কিন্তু এই জলসার মাধ্যমে আমি অতি উত্তমরূপে অনুধাবন করেছি যে, আহমদীয়াত একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন, যা কাদিয়ান নামক একটি ছোটো গ্রাম থেকে আরম্ভ হয়েছিল আর এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে আহমদী সদস্যগণ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এক-অভিন্ন আবেগ-অনুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, প্রভাব বিস্তারী যে বিষয়টি ছিল তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি এমন এক বিষয় যা অনেক মানুষ উপেক্ষা করে থাকে, কিন্তু এখানে এটি মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তার এমন আরো অনেক অভিমত ছিল।

আইসল্যান্ডের একজন অতিথি নন্দকিশোর সাহেব, তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি ইউনিভার্সাল পিস ফেডারেশন-এর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, মথি ৭ম অধ্যায়ের ১৬তম শ্লোকে লিখিত আছে, তোমরা তাদের ফলের মাধ্যমে চিনতে পারবে। এই বাক্যটি ২০২৫ সালের জলসা সালানার সময় আমার কাছে অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী ও জীবন্ত আকারে প্রতিভাত হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপ্ত ও প্রফুল্ল চেহারা দেখে আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়ে। আমার দৃষ্টিতে এটি এই বিষয়ের স্পষ্ট চিহ্ন বহন করে যে, ঈশ্বর এই বান্দাদের একতা দেখে আনন্দিত যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণে সমবেত হয়েছেন। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর একজন কর্মকর্তা, যিনি আফ্রিকাতে মানবতার সেবা প্রদান করেছিলেন– তিনি বলেন, এই সেবা প্রদান শুধুমাত্র অপরের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয় না, বরং তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যও দান করে। এটি নিজ কর্মের মাধ্যমে ঈমানকে প্রকাশ করার কথা স্মরণ করানোর এক শক্তিশালী উপায়। এ ধরনের আরো অনেক অভিমত আছে তার।

কাজাখস্তান থেকে আগত একজন অআহমদী অতিথি সালেহা সাহেবা বলেন, আমি কাজাখস্তান থেকে এসেছি। আমার প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ হয়েছে। জাগতিক বহু অনুষ্ঠান ও কনফারেন্সে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, কিন্তু এখানে যোগদানকারীদের সংখ্যা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। আর এটিও মুগ্ধ করেছে যে, এত অধিক সংখ্যক মানুষ, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে শুধুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র কল্যাণের কথা শোনা আর পৃথিবীর মানুষ কীভাবে শান্তি ও ঐক্যের সাথে বসবাস করবে (তা জানা), সেইসাথে ঘৃণার আবেগ-অনুভূতিকে পৃথিবী থেকে কীরূপে দূর করা যায় এবং প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার বাণী পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা যায় (তা জানা)। এরপর তিনি আরো বলেন, নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা একেবারে অসাধারণ ছিল। এই জলসার স্লোগান 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে' এবং মানুষের ঐক্য এই বিষয়ের দিকে পথ-প্রদর্শন করছিল যে, আমরা (যেন) ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি। আমি এ ধরনের কথা কখনো শুনি নি আর এগুলো হৃদয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, আমার বস একজন অআহমদী নারী; পূর্বে আমি তার বিরোধী ছিলাম।

কিন্তু এখানে পুরো পরিবেশ দেখে (আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি,) এখন থেকে আমি অন্ততপক্ষে তার বিরোধিতা করব না, বরং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব।

অস্ট্রিয়া থেকে মুস্তাক জহির নিযাহ্ সাহেব এসেছিলেন, তিনি অস্ট্রিয়াতে ইসলাম বিষয়ের শিক্ষক। তিনি বলেন, জলসা সালানায় আমি চারদিকে শুধু মুমিনদেরই দেখেছি। প্রত্যেকেই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এবং সবাই ইসলামের সেবায় এক বিশেষ উদ্দীপনা রাখে। যুগ-খলীফার কথা শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, বর্তমানে মূলধারার মুসলমানদের মধ্যে অনেক আলেম শুধু দাড়ি বড়ো করা এবং নির্দিষ্ট পোশাক পরাকেই সবকিছু মনে করে আর নামসর্বস্ব মুসলমান, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তই একমাত্র জামা'ত– যারা অন্তর থেকে ইসলামের খেদমত করছে। তিনি বলেন, হয়ত আগামী দু-শো বছরের মধ্যে এ জামা'ত বিশ্বজয় করে ফেলবে। তিনি বলেন, আমি একজন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু বিশ্বাস করি যে, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সত্যিই একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং বর্তমানে আমি মনে করি, তিনি এ যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন। এতটুকু তো তিনি মেনেছেন; তিনি বলেন, তবে এখনো আমার মনে কিছু দ্বিধা রয়েছে যে, তিনি সত্যিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী কিনা; এ বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনা করছি, গবেষণা করছি। যাহোক, এটি একান্তই তার ব্যক্তিগত চিন্তা ও পুণ্য স্বভাবের প্রতিফলন। কমপক্ষে এটি তো বলেছেন যে, তিনি ভাবছেন। তিনি জেদ করেন নি যে, আমি চিন্তাভাবনাই করব না।

বুলগেরিয়া থেকে এক নতুন বয়আতকারী এলিসতা রোডি সাহেবা এসেছেন– যিনি খ্রিষ্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের আগে আমার মনে এই আশঙ্কা ছিল, আমি হয়ত নিজেকে এই পরিবেশের সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারব না, কারণ আমি নতুন এবং আমার সংস্কৃতি ও ভাষা আলাদা। কিন্তু এখানে যে ঐক্য ও ভালোবাসা আমি দেখেছি, তা আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখি নি। আমি পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা লোকদের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু সবাইকে এক পরিবারের সদস্য মনে হচ্ছিল। কেউ কাউকে চেনে না, তবুও হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে। কখনো কখনো মানুষের ঈমান ও তাকওয়ার ওপর সন্দেহ কিংবা অলসতার আবরণ পড়ে যায়। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ এমন একটি অভিজ্ঞতা, যা অন্তরাত্মাকে পুনরায় পবিত্র করে তোলে এবং মানুষ এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা আত্মাকে সতেজতা প্রদান করে এবং অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়।

জর্জিয়া থেকে আগত রোলান্ড শিমুয়ারতে বলেন, জলসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, বক্তৃতাসমূহ এবং যুগ-খলীফার ভাষণ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একটি বড়ো ভূমিকা রাখে। আর জুমুআর খুতবা আমার খুবই ভালো লেগেছে যেখানে আতিথেয়তা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগ-খলীফার ভাষণও আমার খুব ভালো লেগেছে, আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আর তিনি বলেন, আমি একজন জর্জিয়ান মুসলমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। দুই বছর আগে আমি জর্জিয়ার 'সেরা শিক্ষক' পুরস্কার পেয়েছি আর আমার ক্ষেত্রও শিক্ষা, তাই এটি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লাগে যে, কীভাবে আপনাদের জামা'ত নারী-পুরুষের শিক্ষা নিয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। তিনি বলেন, এ বছর আমি 'ইসলামী নীতিদর্শন' বইটি ইংরেজি থেকে জর্জিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। অনুবাদ করার সময় আমি অনেক প্রশান্তি অনুভব করেছি। আর খলীফাতুল মসীহ্ রবিবারের সমাপনী ভাষণে যখন উল্লেখ করেন, অন্য মুসলমানরা আপনাদেরকে বিদ্বেষের চোখে দেখে, তাদের মিথ্যা অভিযোগের জবাব ইসলামের সৌন্দর্যময় শিক্ষার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে– তা আমার ভীষণ ভালো

লেগেছে। বয়আতের দৃশ্য আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। যারাই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে চায়, তারা যেন জলসায় অংশগ্রহণ করে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির পরিবেশকে স্বচক্ষে দেখে।

এরপর কংগ্রেসম্যান স্যেন রিকার্ডোর স্ত্রী জেসিকা গার্সিয়া কন বলেন, আমি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধমূলক একটি সংস্থায় কাজ করি আর যখন শুনলাম, যুগ-খলীফা তাঁর বক্তব্যের মাঝে কেবল নারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন নয়, বরং মানসিক নিপীড়নের কথাও উল্লেখ করেছেন– তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। একটি প্রশ্নের উত্তর তার কাছে অসম্পূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, আমি সেদিন সম্পূর্ণ উত্তর পাই নি। আর তা হলো, কোনো নারীর সঙ্গে যদি কিছু ঘটে তাহলে সে কোথা থেকে সাহায্য পেতে পারে? পরে তিনি এ প্রশ্নটি আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, জামা'তের নিজস্ব একটি ব্যবস্থাপনা আছে। যুগ-খলীফার কাছে এসে থাকে, জামা'তের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার কাছেও এসে থাকে আর জামা'ত তাদের সাহায্যও করে থাকে। প্রয়োজনে অন্য মাধ্যমও অবলম্বন করতে পারে। যাহোক, এসব কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি এবং এ বিষয়টিও আমাকে আনন্দিত করেছে যে, যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। কিছু মানুষ বলে, আপনি এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা নিয়ে আপত্তি করা হয়, বিশেষ করে (নারীদের) প্রহার করার বিষয়টি। এটির আসলে দীর্ঘ ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এটি একটি ভিন্ন বিষয়। (মারধর করার) সেসব শর্তই পূরণ হয় না; আর যদি সেই শর্তগুলো পূর্ণ করা হয় যেখানে নারীকে প্রহারের কথা বলা হয়েছে, তাহলে শর্ত পূরণ হবার পূর্বেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মারার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এটি নিতান্ত ক্ষীণ একটি সম্ভাবনা যার বিষয়ে ইসলাম (আগাম) শিক্ষা দিয়ে রেখেছে।

সুইডেন থেকে একজন আরব লাজনা এসেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা একটি প্রশস্ত গৃহের ন্যায়, যা পুরো পরিবারকে নিজের মাঝে ধারণ করে নেয়। সুইডেনে খুব কম সংখ্যায় আরব আহমদী রয়েছে। এমতাবস্থায় জলসা সালানার সময় যখন **আরব টেন্ট** বা তাঁবুর নাম শুনতে পাই, তখন এক অদ্ভুত শান্তি ও একাত্মতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। অন্যান্য আরব ভাই-বোনদের সাথে দেখা করে অনেক আনন্দিত হই। এটি আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে– এটিও ভালো প্রভাব ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল অংশগ্রহণকারী অতিথির হৃদয় অধিক উন্মোচিত করে দিন আর তারা যেন আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে বুঝতে পারে এবং যুগ-ইমামের মান্যকারী হতে পারে, নও মোবাঈনদেরকেও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ করুন; একইভাবে প্রত্যেক আহমদী যারা জলসার অনুষ্ঠানমালা শুনেছেন ও দেখেছেন, তারা যেন নিজ জীবনে এর বাস্তবায়নকারী হতে পারে এবং একে নিজ জীবনের অংশ বানাতে পারে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হতে পারে এবং এই প্রেরণা যেন সর্বদা বজায় থাকে; জলসার কল্যাণরাজি থেকে প্রত্যেক আহমদী যেন সর্বদা লাভবান হতে থাকে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি ও নিজের পরিবেশ সংশোধনের জন্যও সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী হতে পারে।

এ বিষয়ে প্রেস রিপোর্টও সংক্ষেপে তুলে ধরছি। ইতালির সংবাদমাধ্যমে জলসা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আর তারা বলছে, ইউরোপিয়ান কমিউনিকেশন নিউজ এজেন্সি যা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সরকারি সংস্থা, তারা জলসা সালানার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করেছে আর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারও প্রচার করেছে ও ছেপেছে। এখন পর্যন্ত ৬০টি সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ সংস্থায় জলসা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সাররা আমার একটি বার্তাও প্রচার করেছে। ইতালি থেকে

জলসায় অংশগ্রহণকারী দুইজন সাংবাদিক, যাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় আধা মিলিয়ন (তথা পাঁচ লক্ষ) ফলোয়ার রয়েছে, তারা জামা'তের ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রচার করেছেন।

জামা'তের প্রেস ও মিডিয়া বিভাগের প্রচেষ্টায় অনলাইন ওয়েবসাইটে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন (তথা ৫ কোটি) দর্শক জলসা দেখেছেন। ৪৯টির মতো ওয়েবসাইট রয়েছে। প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ সংবাদপত্রে সতেরোটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে– যা ২০ মিলিয়ন (তথা ২ কোটি) মানুষ পড়েছে এবং দেখেছে। রেডিওতে পঁচিশটি অনুষ্ঠানে জলসার কভারেজ দেওয়া হয়েছে যা ২০ মিলিয়ন (তথা ২ কোটি) মানুষ শুনেছে। টেলিভিশনে জলসার কভারেজ দেওয়া হয়েছে যার দর্শক প্রায় ৫ মিলিয়নের কাছাকাছি। এছাড়া মিডিয়া আউটলেটস, সাংবাদিক এবং সমাজখ্যাত ব্যক্তিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই সংবাদ প্রায় ১৪ মিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সব তথ্য একত্র করলে দেখা যায়, প্রায় ১০০ মিলিয়ন (তথা ১০ কোটি) মানুষের কাছে জলসার বার্তা পৌঁছেছে। প্রসিদ্ধ যেসব মিডিয়া আউটলেট রয়েছে সেগুলোর মাঝে আইটিভি, এলবিসি, দি টাইমস, দি গার্ডিয়ান, টেলিগ্রাফ, ডেইলি মেইল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বিবিসি, আল-আরাবী টুয়েন্টি ওয়ান, ডেইলি এক্সপ্রেস, লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড এবং নিউ আরব অন্যতম। আর এভাবে আরো অনেক মিডিয়াতেও এই সংবাদ পৌঁছে গেছে।

এমটিএ আফ্রিকার বিভিন্ন চ্যানেলে আমার ভাষণ প্রচারিত হয়েছে এবং জলসার সম্প্রচার দেখে পঞ্চাশের অধিক বন্ধু বয়আত গ্রহণ করেছেন। জলসার প্রোগ্রাম প্রায় বাইশটি জাতীয় ও আঞ্চলিক টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। মোট তিনশ চার ঘণ্টার সম্প্রচারে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন (তথা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ) মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। জলসা সম্পর্কে বিভিন্ন রেডিও চ্যানেলে একানব্বইটি রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৬ মিলিয়ন (তথা ১ কোটি ৬০ লক্ষ) মানুষের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছেছে। এছাড়া তারা বলছেন, বিভিন্ন মিডিয়া আউটলেট এবং অন্যান্য মাধ্যমে ৪৭টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন (তথা ১৫ কোটি) মানুষের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছেছে।

এমটিএ আফ্রিকার সংক্রান্ত (মানুষের) অভিব্যক্তি হলো, মালীর একটি অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেছেন, জলসার তৃতীয় দিন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখেছি। তিনি বলছেন, সকাল বেলা ঝুম বৃষ্টি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আজ মসজিদে কেউ আসবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বয়আতের কিছুক্ষণ পূর্বে কয়েকজন আহমদী বন্ধু, যাদের মাঝে কয়েকজন নও মোবাঈনও ছিল– পায়ে হেঁটে এবং বাইসাইকেলে মসজিদে আসে। তারা পুরো ভেজা অবস্থায় ছিল। তখন মোবাল্লেগ সাহেব তাদের বলেন, আপনারা ঘরে বসে রেডিওতে শুনতে পারতেন, এত বৃষ্টির মাঝে আসলেন! তখন একজন নও মোবাঈ উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমরা ঘরে বসে শুনতে পারতাম; কিন্তু যুগ-খলীফাকে নিজ চোখে দেখতে পারতাম না। এর মাঝে যে আনন্দ রয়েছে– তা আর কিছুতে নেই। আর আন্তর্জাতিক বয়আতের জ্যোতি ও কল্যাণ থেকে আমি বঞ্চিত থাকতে চাচ্ছিলাম না, তাই বৃষ্টিতে ভিজে হলেও আমি মসজিদে চলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধি দান করতে থাকুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, যা গাজানিবাসী মোকাররম আব্দুল করীম জামাল জওদে সাহেবের। কয়েকদিন পূর্বে তিনি ইসরাঈলী বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের ভাই বলেন, তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বিবাহিত ছিলেন। চার কন্যা ও দুই ছেলে ছিল তার। বড়ো ছেলের বয়স ১৬ বছর এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স আড়াই বছর। গাজা উপত্যকার জামালিয়া এলাকায় তিনি বাস করতেন। তিনি একটি রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে বেড়ে উঠেছেন।

একাদশ শ্রেণির পর পরিবারের ব্যয় নির্বাহের কাজে পিতাকে সাহায্য করার জন্য নিজ পিতার সাথে ভবন-নির্মাণ কাজে যোগ দেন। মোট এগারো ভাই-বোনের মাঝে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। এরপর তিনি একটি মেটাল ওয়ার্কশপ শুরু করেন যেটি এই যুদ্ধের সময় ইসরাঈলী আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। ২০১৩ সালে নিজ ভাইয়ের মাধ্যমে জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন। তখন তিনি বয়আত করেন। জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন। অত্যন্ত কর্মঠ এবং খাঁটি মানুষ ছিলেন। জামা'তের সাথে সম্পর্কের কারণে গাজার নিরাপত্তা বিভাগ তাকে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি তার বিশ্বাস পরিবর্তন করেন নি, জামা'ত পরিত্যাগ করেন নি, বরং জামা'তের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

২০২৫ সালে এই দখলদার বাহিনী তার বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। গাজা উপত্যকার চলমান দুর্ভিক্ষের পর মরহুম ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে যান। তখন এক সেনা সদস্য যখন আটা প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী নেবার জন্য ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় তখন সেখানে ভিড় লেগে যায়। এই ভিড় ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন ইসরাঈলী সেনারা তাদের তথা নিরীহ মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। তার ভাই বলছেন, আমার ভাইয়ের নিকটে একজন ব্যক্তি আহত হয় আর আমার ভাই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তখন একটি গুলি আমার ভাইয়ের বুকে এসে লাগে। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। তিনি বলেন, আমার ভাই যে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য নিজে শহীদ হন– তিনি বলেন, আমার ভাই শাহাদাতের পূর্বে তিন বার কলেমা পড়েন এবং মহানবী (সা.) ও নবীদের আদর্শের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। আমরা এ বিষয়ে আশ্বস্ত যে, তার মৃত্যু মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম এবং ইমাম মাহদীর বয়আতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি নিষ্ঠাবান এবং সৎ প্রকৃতির মানুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট, যুক্তরাজ্যের ইনচার্জ ডা. হাফিয সাহেব বলেন, ২০২১ সালের নভেম্বরে জামা'ত সফরের ধারাবাহিকতায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের সফরের অধীনে যখন গাজায় যাই তখন সেখানে আব্দুল করীম সাহেবের সাথে দেখা হয়। আমি তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী মুসলমানরূপে দেখেছি।

আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদের স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)